রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ১৯, ২০১৪

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড কর্মচারী অবসরভাতা ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা-২০১৩

১.০ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ

এ বিধিমালা **'বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড কর্মচারী অবসরভাতা ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা-২০১৩'** নামে অভিহিত হবে।

২.০ প্রয়োগ ঃ

এ বিধিমালা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড এর সকল স্থায়ী ও নিয়মিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ঃ

(ক) যে সকল ব্যক্তি সরকারি অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হতে অবসরভাতা পেয়ে থাকেন,

(খ) খন্ডকালীন কর্মরত কর্মচারীগণ,

(গ) যে সকল কর্মচারী সরকারি অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হতে প্রেষণে কর্মরত আছেন,

(ঘ) অনধিক ছয় মাস সময়ের জন্য সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ,

(ঙ) ছুটিজনিত শূন্য পদসমূহে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ,

(চ) দৈনিক ভিত্তিতে নিযুক্ত উপনিমিত্ত (কন্টিনজেন্ট) কর্মচারী বা ব্যক্তিগণ,

(ছ) চুক্তি ও নির্দিষ্টকৃত শর্তাবলীর ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন গবেষণা/বৃত্তি গবেষণা/জরিপ প্রকল্পসমূহে ও অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ।

মূল্য ঃ টাকা ৩০.০০

৩.০ প্রবর্তন ঃ

এ বিধিমালা অনুমোদিত হওয়ার তারিখ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) চাকুরীরত নিয়মিত কর্মচারীদের জন্য তাদের চাকুরীতে বহাল হওয়ার তারিখ এবং কোম্পানীর বোর্ড কর্তৃক এ বিধিমালা অনুমোদিত হওয়ার তারিখ হতে এ বিধিমালার অন্তর্গত অবসর ভাতার সুবিধাদি প্রযোজ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কর্মচারীবৃন্দ অবসর ভাতার সুবিধাদি গ্রহণ করার জন্য নিজেদের ইচ্ছা ব্যক্ত করবেন এবং তাদের প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল (সিপিএফ)-এর কোম্পানী প্রদত্ত চাঁদা ও তজ্জাত সুদ কোম্পানীকে সমর্পণ করবেন।

(খ) এ বিধিমালার আওতায় যে সকল কর্মচারী অবসর ভাতা পাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে তাদের নিজস্ব চাঁদা ও সে তহবিলের সুদ বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক সংরক্ষণযোগ্য সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হিসেবে গঠিত হবে। অবসরভাতা পাওয়ার জন্য যারা ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, তারা বাধ্যতামূলক চাঁদা প্রদানকারীরূপে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সদস্য হিসেবে যোগদান করবেন।

(গ) কোম্পানী বোর্ড কর্তৃক এ বিধিমালা অনুমোদিত হওয়ার তারিখে অথবা তার পরে যারা বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড এর চাকুরীতে নিযুক্ত হবেন, তাদের সকলের প্রতি এ বিধিমালা বাধ্যতামূলক ভাবে প্রযোজ্য হবে।

(ঘ) যে সকল ব্যক্তি বর্তমান আনুতোষিক পাওয়ার ও প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের সদস্য হওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, সে সকল ব্যক্তি বর্তমান বিধিমালা/নির্দেশমালা দ্বারা পরিচালিত হতে থাকবেন ও স্বাভাবিকভাবে সময়ে সময়ে সে বিধি কিংবা নির্দেশমালা সংশোধন সাপেক্ষে প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক পাওয়ার যোগ্য হবেন।

(ঙ) চাকুরী বিধিমালার আওতায় গঠিত আনুতোষিক ও প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা প্রদানের পরিবর্তে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড উহার কর্মচারীগণকে অনুমোদিত হওয়ার তারিখ হতে এ বিধিমালার আওতায় অবসরভাতা ও আনুতোষিক প্রদান করবেন।

৪.০ সংজ্ঞা ঃ

(ক) ''**কোম্পানী**'' বলতে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের (পেট্রোবাংলার) একটি কোম্পানী বুঝায়।

(খ) ''**বোর্ড**'' বলতে কোম্পানী পরিচালনা পর্ষদ (বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্) কে বুঝায়।

(গ) ''**চাকুরী**'' বলতে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড এর অন্তর্গত কোন স্থায়ী ও নিয়মিত প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক ও নিয়মিত চাকুরী বুঝায়। বহালকৃত শিক্ষানবিসের চাকুরী এ চাকুরীর অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু বহাল করা হয়নি এমন শিক্ষানবিসের চাকুরী এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(ঘ) ''**কর্মচারী**'' বলতে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে বুঝায়। কিন্তু চুক্তি, উপনিমিত্ত, ঠিকাকাজ ও দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে বুঝায় না। বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের অস্থায়ী কর্মচারীগণ কোম্পানীর কর্মচারী বলে বিবেচিত হবেন না।

(ঙ) ''**কর্তৃপক্ষ**'' বলতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে বুঝায়।

(চ) ''**বেতন**'' বলতে মূলবেতন, বিশেষ বেতন, ব্যক্তিগত বেতন, কারিগরী বা টেকনিক্যাল বেতন ও অন্যান্য পরিভৃতি বুঝায়, যা অবসরভাতার জন্য নির্ধারণযোগ্য এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষিত হবে।

(ছ) ''**সর্বশেষ আহরিত বেতন**'' বলতে বেতন ও অন্যান্য নির্ধারণযোগ্য পরিভৃতি বুঝায়, যা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ পিআরএল-এ যাওয়ার অথবা দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে আহরণ করেছিলেন।

(জ) ''**তহবিল**'' বলতে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড এর অবসরভাতা ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলকে বুঝায়।

(ঝ) ''**অবসর**'' বলতে ব্যক্তিগত অবসরপ্রাপ্ত, অবসর গ্রহণে অনুমতিপ্রাপ্ত, অব্যাহতিপ্রাপ্ত, ব্যক্তিগত দোষত্রুটি ছাড়া অন্য কোন কারণে চাকুরীচ্যুত ব্যক্তিকে বুঝায় এবং সুনির্দিষ্ট অভিযোগে চাকুরী হতে বরখাস্ত বা পদত্যাগ করেছে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় না।

(ঞ) ''**অবসর ভাতা**'' যে ক্ষেত্রে ''অবসরভাতা'' আনুতোষিক এর বিরোধী ধারণা হিসেবে ব্যবহৃত, সে ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে আনুতোষিক 'অবসরভাতা'র অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ট) ''**অকাল অবসর**'' বলতে অবসর গ্রহণের উপযোগী বয়সে উপণীত হওয়ার আগে অবসরপ্রাপ্ত, অবসর গ্রহণ করতে অনুমতিপ্রাপ্ত অথবা চাকুরী হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বুঝায়।

(ঠ) ''**সরকারি দাবী**'' সরকারি দাবী বলতে যে কোন সরকারি ঋণ বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিষয়াদি বুঝায়, যা কোন কর্মচারীর ভুলে বা অপুর্ণতার কারণে বা অনিয়মের ফলে সরকারি তহবিল বা ভান্ডার তছরুপের পর্যায়ে পড়ে এবং যা সম্পর্কে দোষী কর্মচারী কর্তৃপক্ষের কাছে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হাজির করতে পারেনি।

৫.০ <u>বিভিন্ন প্রকার অবসর</u> ঃ -

(ক) **বাধ্যতামূলক অবসর ঃ** অবসর গ্রহণের উপযোগী বয়সে উপনীত হলে (সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বয়সে) বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড এর কর্মচারীগণ বাধ্যতামূলকভাবে অবসর গ্রহণ করবেন।

(খ) **স্বেচ্ছায় অবসর ঃ** একজন কর্মচারী তার চাকুরীকালের ২৫ (পঁচিশ) বছর পূর্ণ হওয়ার পর যে কোন সময়ে তার প্রার্থিত অবসর গ্রহণ করার তারিখের অন্ততঃ পক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানিয়ে চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারবেন। এরূপ ইচ্ছা একবার প্রকাশ করা হলে তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং যে কর্মচারী এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করবেন তাকে তা প্রত্যাহার করার বা সংশোধন করার সুযোগ প্রদান করা হবে না। কোন কর্মচারী ২৫ বছর নিরবচ্ছিন্ন চাকুরী করার পূর্বে যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন/চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন তবে তিনি পেনশন পাবেন না।

(গ) **জনস্বার্থে/কোম্পানীর স্বার্থে অবসর ঃ** কর্তৃপক্ষ কোম্পানীর স্বার্থে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করলে একজন কর্মচারীকে তার চাকুরীকালের ২৫ (পঁচিশ) বছর পূর্ণ হবার পর কোন কারণ উল্লেখ না করে যে কোন সময় চাকুরী হতে অবসর প্রদান করতে পারবেন।

(ঘ) **অসমর্থের কারণে অবসর ঃ** কোন কর্মচারী শারিরীক বা মানসিক কারণে কর্ম সম্পাদনে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে অসামর্থের কারণে অবসরের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তার এ অক্ষমতা মেডিকেল বোর্ডের সার্টিফিকেট দ্বারা প্রত্যায়িত হতে হবে।

(ঙ) **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বাধ্যতামূলক অবসর ঃ** শৃঙ্খলামূলক কারণে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক দোষী কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া যাবে।

৬.০ অব্যাহতি/অবসরের বিজ্ঞপ্তি ঃ

(ক) কোন স্থায়ী ও নিয়মিত কর্মচারীকে তার পদের বিলুপ্তির কারণে চাকুরী হতে অব্যাহতি দেয়ার পূর্বে কমপক্ষে ৯০ (নব্বই) দিনের বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হবে।

(খ) অবসর গ্রহণের উপযোগী বয়সে উপনীত হওয়ার কারণে অবসর গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীকে অবসর গ্রহণে উপযোগী বয়স প্রাপ্ত হওয়ার তারিখের ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে তার অবসর গ্রহণের তারিখ জানানো হবে।

৭.০ পরিবারের সংজ্ঞা ঃ

কোম্পানীর কোন কর্মচারীর পরিবার বলতে তার সাথে একত্রে বসবাসরত ও তার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল তার স্ত্রী (একের অধিক নহে), মহিলা কর্মচারীর ক্ষেত্রে তার স্বামী, তার বৈধ সন্তান-সন্ততি, তার পিতা-মাতা, অবিবাহিত নির্ভরশীল বোন ও তার নাবালক ভ্রাতৃবর্গ।

৮.০ পোষ্যগণের সংজ্ঞা ঃ

পূর্ববর্তিতা অনুসারে নিম্নলিখিত আত্মীয়গণ পোষ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন ঃ

(ক) পিতা,
(খ) মাতা,
(গ) ১৮ বছরের কম বয়সের ভাই,
(ঘ) বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত অবিবাহিতা বোন।

৯.০ অবসর ভাতা পাওয়ার যোগ্য চাকুরীকাল ঃ

(ক) ১৮ (আঠার) বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড এর স্থায়ী ও নিয়মিত প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যে সময়কাল চাকুরী করা হয়েছে তা অবসরভাতা পাওয়ার যোগ্য চাকুরীকাল বলে বিবেচিত হবে। তবে ১০ (দশ) বছরের কম চাকুরীকাল হলে পেনশনের যোগ্য হবে না।

(খ) (অকাল অবসরের ক্ষেত্রে অবসর গ্রহণ করার পর ছুটি হিসেবে যে সময়কাল ব্যয় করা হয়েছে তা কেবলমাত্র অবসরভাতা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে যোগ্য চাকুরীকাল বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু বেতন, বেতনবৃদ্ধি ইত্যাদি প্রদানের জন্য বিবেচিত হবে না।

(গ) ভবিষ্য অবসরভাতা/আনুতোষিক গণনা করার জন্য বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড এর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন পূর্বতন চাকুরীকাল।

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান, সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, আন্তর্জাতিক এজেন্সী, জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ অথবা কোন স্বীকৃত এজেন্সীতে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড হতে লিয়েনে প্রেরিত চাকুরীকাল।

১০.০ যে চাকুরীকাল অবসর ভাতা পাওয়ার যোগ্য নয় ঃ

(ক) ১৮ (আঠার) বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বকালীন চাকুরীকাল।

(খ) সামরিক ও বেসামরিক আদালতের দন্ডাদেশের অধীন কারাদন্ডকাল।

(গ) সামরিক ও বেসামরিক আদালতের দন্ডাদেশে কারাদন্ডের অধীনে নিরোধকাল।

(ঘ) যোগ্য কর্তৃপক্ষ বা কোন আইন-আদালত কর্তৃক অবসরভাতার জন্য বাজেয়াপ্তকৃত চাকুরী।

(ঙ) বিনা বেতনে কোন অননুমোদিত অনুপস্থিতি ও ছুটি।

(চ) প্রবিধিমালায় বর্ণিত চাকুরীর শর্তাদির আওতায় অবসরভাতা পাওয়ার জন্য আদালত কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ভাবে অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত প্রাক-দিনাস্ককাল (পিরিয়ড অব এন্টিডেট)।

(ছ) অবসর গ্রহণের উপযোগী বয়সে উপনীত হওয়ার পর অবসর-উত্তর ছুটি হিসেবে ব্যয়িত সময়কাল।

(জ) দোষী সাব্যস্তকরণ, শাস্তি প্রদান অথবা পদচ্যুতি অথবা অপসারণ অথবা বাধ্যতামূলক অবসরের মাধ্যমে চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্তকাল।

১১.০ <u>পূর্বতন চাকুরীকাল গণনা</u> ঃ

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড এর চাকুরীতে যোগদান করার পূর্বে স্বায়ত্তশাসিত/আধা- স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সরকারি প্রতিষ্ঠান অথবা জাতীয়করণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানে যে সময়কালে চাকুরী করা হয়েছে তা নিম্নলিখিত শর্তাদি সাপেক্ষে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভবিষ্য অবসরভাতা/ আনুতোষিকের জন্য গণনা করা যাবে ঃ

(ক) কর্মচারীকে তার পূর্বতন চাকুরীকাল গণনার জন্য সে চাকুরীকালের পূর্ণ বিবরণ উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড এর চাকুরীতে যোগদান করার তারিখ হতে তিন মাসের মধ্যে এ বিধিমালার সংলগ্নী 'খ' এ বর্ণিত ফরমে ছয় কপি দরখাস্ত অবশ্যই পেশ করতে হবে। পূর্ববর্তী নিয়োগকারী কর্তৃক সত্যায়িতকৃত বই অথবা চাকুরীর বিবরণ দরখাস্তের সাথে অবশ্যই পেশ করতে হবে।

(খ) পূর্বতন চাকুরী হতে যদি কোন আনুতোষিক বা অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তা হলে তা বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড এর চাকুরীতে যোগদানের ৪র্থ মাস হতে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনূর্ধ্ব ৩৬টি মাসিক কিস্তিতে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

(গ) (১) যে কর্মচারী অবসরভাতা গ্রহণ করবেন তিনি বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড এর চাকুরীতে যোগদান করার ৪র্থ মাস হতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনূর্ধ্ব ৩৬টি সমমাসের কিস্তিতে অবসরভাতার প্রত্যর্পণী অংক অবশ্যই জমা দিবেন। যে সমস্ত কর্মচারী অবসরভাতা গ্রহণ করবেন তারা পূর্বতন চাকুরী হতে যদি তখনকার উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কোন আনুতোষিক বা অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন তা হলে উক্ত আনুতোষিক বা অন্যান্য সুবিধাদির অর্থ এককালীন সংস্থাকে প্রদান করলেও পূর্বতন চাকুরীর মেয়াদকাল হতে অবসরভাতার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। তবে সে ক্ষেত্রে তার নতুন নিয়োগপত্রে পূর্ব চাকুরীর বিরামহীনতার উল্লেখ থাকতে হবে।

(২) সিএসআর-৫১৪ বিধি অনুযায়ী এরূপ ব্যক্তির বেতন স্থির করা হবে অর্থাৎ প্রারম্ভিক বেতন ও অবসর ভাতা পূর্বতন চাকুরী হতে অব্যাহতি পাওয়ার সময় যে বাস্তব বেতন আহরণ করা হয়েছে তা হতে বেশী হবে না।

(ঘ) কোন কর্মচারী বর্তমান চাকুরীতে পূর্ববর্তী আনুতোষিক ও অবসরভাতা চাঁদার সম্পূর্ণ অংক ফেরত না দেয়া পর্যন্ত সে কর্মচারীর পূর্বতন চাকুরীকাল গণনার অধিকারের বিষয় উত্থাপন করা যাবে না।

(ঙ) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এরূপ কর্মচারীর পূর্বতন চাকুরীকাল গণনার দাবী গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করার সম্পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করবেন।

১২.০ চাকুরীকাল এর ঘাটতি/ব্যাহতি প্রমার্জন ঃ

চাকুরীকালের দীর্ঘতা নির্ধারণের সময় বছরের ভগ্নাংশের জন্য নিম্নরূপভাবে ঘাটতি প্রমার্জন পাবে ঃ

(ক) ছয় মাস অথবা ছয় মাসের কম অবসরভাতা পাওয়ার যোগ্য চাকুরীকালের ঘাটতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমার্জন করা যাবে বলে গণ্য হবে। রূ

(খ) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ছয় মাসের অধিক অথবা এক বছরের কম চাকুরীকালের ঘাটতি প্রমার্জন করতে পারেন, যদি নিম্নলিখিত দুটি শর্ত পালন করা হয় ঃ

১. কোন ব্যক্তি চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে অথবা তার নিয়ন্ত্রণাধীনে নহে এমন কারণে যেমন অসমর্থ হওয়ার জন্য অথবা বিনা দোষে কারও চাকুরী অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে তিনি অবসর ভাতা পাওয়ার যোগ্য চাকুরীকালের আরেকটি বছর সম্পন্ন করেছেন বলে ধরে নিতে হবে এবং

২. যদি কর্মচারী প্রদত্ত সেবা বা সার্ভিস সন্তোষজনক হয়ে থাকে।

(গ) পূর্ণ এক বছরের অথবা ততোধিক চাকুরীকালের ঘাটতি অবশ্যই প্রমার্জন করা যাবে না।

(ঘ) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তিন মাস পর্যন্ত চাকুরীকালের ব্যাহতি প্রমার্জন করতে পারবেন এবং কোম্পানী বোর্ড তিন মাসের অতিরিক্ত সময়ের চাকুরীকালের ব্যাহতি প্রমার্জন করতে পারবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের ক্ষেত্র ব্যতীত অবসরভাতা পাওয়ার যোগ্য চাকুরীকালের ঘাটতি অবসরভাতা পাওয়ার ও অবসরভাতা অথবা আনুতোষিক ক্রমনির্ধারণ করার জন্য গ্রাহ্য হবে।

১৩.০ মনোনয়ন ঃ

(ক) একজন কর্মচারী অবসরভাতা পাওয়ার যোগ্য চাকুরীকালের তিন বছর সম্পূর্ণ করার পূর্বে পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যকে অবসরভাতা বা আনুতোষিক পাওয়ার অধিকার প্রদান করে মনোনয়ন দান করতে পারবেন, যে কর্মচারীর অবসরভাতা বা আনুতোষিক সে কর্মচারীর মৃত্যু হলে তার পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যের জন্য মঞ্জুর করা যেতে পারে।

(খ) যদি কোন কর্মচারী উপরোক্ত উপ-অনুচ্ছেদ (ক) এর আওতায় একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করেন তা হলে তিনি মনোনয়ন এমনভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রদেয় অংশের পরিমাণ নির্দিষ্ট করবেন, যাতে সে কর্মচারীর সম্পূর্ণ অংশের পরিমাণ, আনুতোষিক অথবা অনুমোদনযোগ্য অন্যান্য অবসরজনিত সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে নিষ্পন্ন করা যেতে পারে।

(গ) এই বিধিমালার সংলগ্নী 'ক'-এর বর্ণিত ছক অনুযায়ী প্রত্যেকটি মনোনয়ন প্রদান করতে হবে।

(ঘ) একজন কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যেকটি মনোনয়ন এবং সে মনোনয়ন বাতিল করার প্রত্যেকটি বিজ্ঞপ্তি বৈধ বলে গণ্য করতে হবে এবং অনুরূপ বিজ্ঞপ্তি কর্তৃপক্ষ/প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রাপ্তির তারিখ হতেই ইহা বলবৎ হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(ঙ) একজন কর্মচারী যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের বরাবর বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে যে কোন মুহূর্তে মনোনয়ন বাতিল করতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে, কর্মচারী এরূপ বিজ্ঞপ্তির সাথে নতুন মনোনয়ন অবশ্যই প্রেরণ করবেন।

(চ) কর্মচারী মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যুর পরপরই নতুন মনোনয়ন দানসহ আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্বেকার মনোনয়ন বাতিল করে লিখিতভাবে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করবেন।

(ছ) একজন কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যেকটি মনোনয়ন এবং সে মনোনয়ন বাতিল করার প্রত্যেকটি বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ করার তারিখ উল্লেখপূর্বক হিসাব বিভাগের প্রধান কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হতে হবে এবং যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য তদনুযায়ী কর্মচারী কর্তৃক বহি ও ব্যক্তিগত নথিতে উহা রাখতে হবে।

১৪.০ অবসরভাতা অনুমোদনের শর্তাবলী ঃ

একজন কর্মচারীর চাকুরীকাল অবসরভাতা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না যদি সে চাকুরীকালে নিম্নলিখিত শর্তাবলী পরিপালিত না হয়ে থাকে ঃ

(ক) বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড এর অধীনে চাকুরী অবশ্যই ন্যস্ত থাকবে।

(খ) অবসরভাতা পাওয়ার যোগ্য চাকুরীকাল অবশ্যই নিরবচ্ছিন্নভাবে ১০(দশ) বছর অথবা ততোধিক সময়কালের হতে হবে।

(গ) চাকুরী অবশ্যই সন্তোষজনক হতে হবে।

(ঘ) কর্মনিয়োগ বাস্তব ও স্থায়ী হতে হবে।

১৫. অবসরভাতার শ্রেণী বিভাগ ঃ

(ক) **ক্ষতিপূরণ অবসরভাতা ঃ** একজন কর্মচারী যদি তার পদ বিলুপ্ত হওয়ার কারণে অবসর গ্রহণ করেন অথবা পদত্যাগ করার পরিবর্তে অবসর গ্রহণ করার জন্য অনুমতি লাভ করেন অথবা বরখাস্ত হন, তা হলে তাকে ১০ বছর অথবা ততোধিক অবসরভাতা পাওয়ার যোগ্য চাকুরীকালের জন্য ক্ষতিপূরণ অবসরভাতা মঞ্জুর করা যেতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত কম চাকুরীকালের জন্য আনুতোষিক মঞ্জুর করা যেতে পারে।

(খ) **অসমর্থ অবসরভাতা ঃ** বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড এর একজন কর্মচারী যদি কর্তৃপক্ষ ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত চিকিৎসা বোর্ডের মত অনুযায়ী বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড-এর চাকুরীকালীন শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে স্থায়ীভাবে অসমর্থ হন, তা হলে তার মৃত্যু ঘটলে ১০(দশ) বছর বা ততোধিক অবসরভাতা পাওয়ার যোগ্য চাকুরীকালের জন্য তাকে বা তার পরিবারকে অসমর্থ অবসরভাতা মঞ্জুর করা যেতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত কম চাকুরীকালের জন্য আনুতোষিক মঞ্জুর করা যেতে পারে।

(গ) **অবসর গ্রহণকালীন অবসরভাতা ঃ** যদি কোন কর্মচারীকে অবসর গ্রহণ করতে অনুমতি প্রদান করা হয় অথবা তিনি অবসর গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তা হলে ২৫ বছর বা ততোধিক অবসরভাতা পাওয়ার যোগ্য চাকুরীকাল পূর্ণ করার পর তাকে অবসর গ্রহণ করার সময়ে অবসরভাতা মঞ্জুর করা যেতে পারে।

(ঘ) **অবসরগ্রহণ করার উপযোগী বয়সে উপনীত হওয়াকালীন অবসরভাতা ঃ** যদি একজন কর্মচারী সর্বোচ্চ বয়স সীমায় অথবা অবসর গ্রহণের উপযোগী বয়সে উপনীত হওয়ায় চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন, তা হলে তাকে ১০ (দশ) বছর বা ততোধিক অবসরভাতা পাওয়ার যোগ্য চাকুরীকালের জন্য অবসরভাতা মঞ্জুর করা যেতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত কম চাকুরীকালের জন্য তিনি আনুতোষিক পাওয়ার যোগ্য হবেন।

(ঙ) **পারিবারিক অবসরভাতা ঃ** কোন কর্মচারী পেনশন প্রাপ্তির যোগতা অর্জন করার পর অর্থাৎ পেনশন প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাকুরীকাল পূর্ণ হওয়ার পর চাকুরীরত অবস্থায় অথবা অবসর গ্রহণের পর মৃত্যুবরণ করলে উক্ত কর্মচারীর পরিবার ভরণপোষণের জন্য পারিবারিক অবসরভাতা প্রাপ্য হবে।

(চ) **অসাধারণ অবসরভাতা ঃ** কোন কর্মচারী তার পদের সহিত সংশ্লিষ্ট সাধারণ ঝুঁকি সম্বলিত দায়িত্ব অপেক্ষা অতিরিক্ত ঝুঁকি সম্বলিত দায়িত্ব পালন করার সময় আহত বা নিহত হলে, উক্ত কর্মচারীকে বা তার মৃত্যুতে তার পরিবারকে অসাধারণ অবসরভাতা মঞ্জুর করা যাবে। এ ক্ষেত্রে মেডিকেল রিপোর্ট গ্রহণ ব্যতীত অবসরভাতা বা আনুতোষিক প্রদান করা যাবে না।

১৬.০ অবসরভাতা নির্ধারণের পদ্ধতি ঃ

(ক) নিম্নলিখিত অবসরভাতা সারণী অনুযায়ী বা কখনও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ অবসরভাতা, অসমর্থ অবসরভাতা, অবসর গ্রহণকালীন অবসরভাতা এবং অবসর গ্রহণের উপযোগী বয়সে উপনীত হওয়াকালীন অবসরভাতা নির্ধারণ করা হবে ঃ

অবসরভাতা পাওয়ার যোগ্য চাকুরীকালের পূর্ণ বছরসমূহ	শেষ আহরিত বেতনের শতাংশ
১০	৩২
১১	৩৫
১২	৩৮
১৩	৪২
১৪	৪৫
১৫	৪৮
১৬	৫১
১৭	৫৪
১৮	৫৮
১৯	৬১
২০	৬৪
২১	৬৭
২২	৭০
২৩	৭৪
২৪	৭৭
২৫	৮০

(খ) বর্তমান অবসরভাতা বিধিমালা অনুযায়ী প্রচলিত উপরোক্ত হার সরকার কর্তৃক পরিবর্তন করা হলে সে অনুযায়ী হুবহু কার্যকর বলে গন্য হবে।

(গ) যে কর্মচারী অবসর গ্রহণ অথবা চাকুরীতে থাকাকালীন মৃত্যুবরণ করার পর অবসরভাতা (অনুকম্পা অবসরভাতা ব্যতীত) পাওয়ার যোগ্য হবেন তিনি এই বিধিমালার আওতাধীনে তাকে প্রদেয় মোট অবসরভাতার অর্ধেক পরিমাণ অবশ্যই প্রত্যর্পণ করবেন এবং প্রতি প্রত্যর্পিত অবসরভাতার টাকার জন্য নিম্নলিখিত হারে অথবা সরকারি কর্মচারী অবসরভাতা বিধিমালার আওতায় কখনও কখনও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হলে এরূপ হারে প্রত্যর্পিত সে অবসরভাতার সমপরিমাণ আনুতোষিক পাবেন ঃ

(১) ১০ (দশ) বছর অথবা ততোধিক কিন্তু ১৫(পনের) বছরের কম অবসরভাতা পাওয়ার যোগ্য চাকুরীকালের জন্য .. .. .. টাকা ২৩০.০০

(২) ১৫ (পনের) বছর অথবা ততোধিক কিন্তু ২০(বিশ) বছরের কম অবসরভাতা পাওয়ার যোগ্য চাকুরীকালের জন্য .. .. .. টাকা ২১৫.০০

(৩) ২০ (বিশ) বছর অথবা তদূর্ধ্ব অবসরভাতা পাওয়ার যোগ্য চাকুরীকালের জন্য .. .. .. টাকা ২০০.০০

(ঘ) এতদ্ব্যতীত অবসরভাতা গ্রহণকারী কখনও কখনও সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী পাওয়া গেলে সরকারি কর্মচারী অবসরভাতা বিধিমালা অনুযায়ী চিকিৎসা সুবিধা, এডহক ত্রাণ অথবা বাড়তি এডহক অবসরভাতা ইত্যাদি পেতে থাকবেন।

(ঙ) অবসরপ্রাপ্ত মুসলমান পেনশনভোগী/পারিবারিক পেনশনভোগীগণ নীট পেনশনের ৫০% হারে বছরে দুই ঈদে দু'টি এবং অন্যান্য ধর্মালম্বী পেনশনভোগী/পারিবারিক পেনশনভোগীগণ স্ব স্ব প্রধান ধর্মীয় উৎসবে নীট পেনশনের সমপরিমাণ একটি উৎসব ভাতা পাবেন।

(চ) ১০০% পেনশন সমর্পণকারীগণ, ১০০% পেনশন সমর্পণ না করলে মাসিক নীট পেনশন প্রাপ্য হতেন, উক্ত পরিমাণ অর্থ উৎসব ভাতা হিসেবে পাবেন।

(ছ) পারিবারিক পেনশনভোগীসহ সকল শ্রেণীর পেনশন ভোগকারীগণ চিকিৎসা ভাতা হিসেবে মাসিক ৭০০.০০ টাকা প্রাপ্য হবেন। ১০০% পেনশন সমর্পণকারীগণদের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য হবে। উপরোক্ত হার সরকার কর্তৃক পরিবর্তন করা হলে সে অনুযায়ী হুবহু কার্যকর বলে গণ্য হবে।

১৭.০ <u>পারিবারিক অবসরভাতা পরিশোধ</u> ঃ

(ক) পারিবারিক অবসরভাতা পরিশোধের জন্য '**পরিবার**' বলতে ৭ নং ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞানুসারে পরিবার বুঝায়। ইহাতে ৮নং ধারায় উল্লিখিত কর্মচারীদের আত্মীয়গণও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) এই বিধিমালা মোতাবেক পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য অবসরভাতা তাকেই দেয়া হবে, যিনি—

(১) মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নী (যদি মৃত কর্মচারী পুরুষ হন), কিংবা স্বামী (যদি মৃত কর্মচারী মহিলা হন)। যদি মৃত কর্মচারীর একাধিক পত্নী থাকেন এবং উত্তরজীবী বিধবা পত্নী এবং সন্তানের সংখ্যা ৪ (চার) জনের অধিক না হয় তাহলে উত্তরজীবী বিধবা পত্নী এবং সন্তানগণের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেয়া হবে। যদি উত্তরজীবী বিধবা পত্নী ও সন্তানের সংখ্যা ৪ (চার) জনের অধিক হয়, তা হলে প্রদানের নিয়ম হবে এরূপঃ উত্তরজীবী বিধবা পত্নী অবসরভাতার ১/৪ অংশ পাবেন। ইহার পর অবশিষ্ট থাকলে সন্তানদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেয়া হবে। ২৫ (পঁচিশ) বছরের অধিক বয়স্ক পুত্র এবং বিবাহিতা কন্যা বাদ যাবেন।

(২) নাবালক সন্তানের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ তাদের বিধবা মাতা/অভিভাবক তাদের পক্ষে অবসরভাতা উঠাবেন। তবে শর্ত থাকে যে, অবসরভাতা আবেদনপত্রের সাথে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের দেয়া অভিভাবক সনদপত্র জমা দিতে হবে। পরিবারের সদস্যদের একটি তালিকাও (যাতে সদস্যের নাম, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা এবং মৃত কর্মচারীর সাথে তাদের সম্পর্ক উল্লেখ থাকবে) জমা দিতে হবে।

(৩) অবসর গ্রহণের পূর্বে কোন কর্মচারীর মৃত্যু হলে কিন্তু ১০ (দশ) বছর অথবা ততোধিক অবসরভাতা পাওয়ার যোগ্য চাকুরীকাল পূর্ণ করার পর তার পরিবার/পোষ্যগণ মোট অবসরভাতার ৫০ শতাংশ হারে ১৫ বছর সময়কালের জন্য অবসরভাতা পেতে থাকবেন, যেটি মৃত্যুর তারিখ অবসর গ্রহণ করলে তিনি পাওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। তাছাড়াও পরিবার/পোষ্যগণ এ বিধিমালার ১৬ ধারা অনুযায়ী মোট অবসরভাতার অপর ৫০ শতাংশ প্রত্যর্পণী মূল্যের পরিবর্তে আনুতোষিক পাবেন। এতদ্ব্যতীত, মৃত কর্মচারীর অব্যবহৃত ছুটির পরিবর্তে পরিবার/পোষ্যগণ একটা থোক টাকা পাবেন। এ টাকার পরিমাণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ডিএস নং-এমএফ/এফডি/নিবন্ধন/ছুটি-১৬/৮৪/১৯৩, তারিখ: ২১-৯-১৯৮৫ (ইহা সরকার কর্তৃক পরবর্তী সময়ে সংশোধিত প্রতিস্থাপিত হতে পারে) অনুসারে মৃত কর্মচারীর মূল বেতনের ভিত্তিতে হিসাবকৃত ১২ মাসের মোট বেতনের অধিক হতে পারবে না।

(৪) যদি একজন কর্মচারী চাকুরীতে থাকাকালীন ১০ (দশ) বছর বা ততোধিক অবসরভাতা পাওয়ার যোগ্য চাকুরীকাল পূর্ণ করার পর বা তার অবসর গ্রহণের ১৫ (পনের) বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন, তা হলে তার পরিবার/পোষ্যগণকে পারিবারিক অবসরভাতা মঞ্জুর করা যেতে পারে।

(৫) মূল অনুদান প্রাপকের মৃত্যু হলে কিংবা তিনি অবসরভাতা পাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়লে পূর্ববর্তিতাক্রমে যোগ্য উত্তরাধিকারীকে অবসরভাতা দেয়া হবে।

(৬) চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের অথবা চাকুরীকাল সমাপ্ত হওয়ার সময় যদি কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ অভিযোগ বা বিভাগীয় অভিযোগ অমীমাংসিত থাকে তা হলে তাকে যথাসময়ে অবসর গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করা হবে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ অভিযোগের মীমাংসা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত তার চাঁদা ও তহবিলের সুদ ব্যতীত তিনি কোন অবসরভাতা বা অন্যান্য অবসরজনিত সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন না এবং এরূপ বিচার সাপেক্ষে অবসরভাতা বা অন্যান্য অবসরজনিত সুযোগ-সুবিধার বিষয় বিবেচনা করা হবে।

১৮.০ আনুতোষিক হিসাবের পদ্ধতি ঃ

(ক) যে কর্মচারী ৩ (তিন) বছর কিংবা তার অধিক কিন্তু ৫ (পাঁচ) বছরের কম সময় যোগ্যতা অর্জনকারী চাকুরী করেছেন তাকে অবসরের পর কিংবা চাকুরী থেকে পদ বিলুপ্তি কারণে অপসারণের পর ৩ (তিন) মাসের বেতনের সমপরিমাণ আনুতোষিক দেয়া হবে। কর্মচারীর মৃত্যু ঘটলে এ আনুতোষিক তার পরিবারকে দেয়া হবে।

(খ) যে কর্মচারী ৫ (পাঁচ) বছর কিংবা তার অধিক কিন্তু ১০ বছরের কম সময় যোগ্যতা অর্জনকারী চাকুরী করেছেন, তাকে প্রতি এক পূর্ণ বছর চাকুরীর জন্য এক মাসের বেতন তার অবসর গ্রহণের পর কিংবা পদ বিলুপ্তির কারণে অপসারণের ক্ষেত্রে তাকে কিংবা চাকুরীরত অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারকে দেয়া হবে।

১৯.০ আনুতোষিক পরিশোধ ঃ

যখন কোন কর্মচারীর পরিবার কিংবা তার পোষ্যগণ আনুতোষিক পরিশোধের উপযোগী হবে তখন কোম্পানীর (Company) কর্তব্য হবে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করে তা পরিশোধ করা ঃ

(ক) আনুতোষিকের পরিমাণ কিংবা উহার অংশ বিশেষ কর্মচারীর মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে মনোনয়নে নির্ধারিত অনুপাত অনুসারে পরিশোধ করতে হবে।

(খ) পরিবারের কোন সদস্য কিংবা সদস্যগণের পক্ষে যদি মনোনয়ন না করা হয়ে থাকে, তা হলে কিংবা মনোনয়নে যদি শুধু আনুতোষিকের মোট পরিমাণের অংশ বিশেষ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে তা হলে মোট আনুতোষিক কিংবা আনুতোষিকের সে অংশ যে অংশ সম্পর্কে মনোনয়নে কিছু বলা হয়নি, উহা সমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তার পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে ভাগ করে পরিশোধ করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদেরকে কোন অংশ পরিশোধ করা যাবে না ঃ

(১) যে পুত্রের বয়স ২৫ (পঁচিশ) বছর পূর্ণ হয়েছে।

(২) মৃত পুত্রের পুত্রগণ যদি তাদের বয়স ২৫ (পঁচিশ) বছর পূর্ণ হয়ে থাকে।

(৩) বিবাহিতা কন্যাগণ যাদের স্বামী বর্তমান।

(৪) মৃত পুত্রের কন্যাগণ যাদের স্বামী বর্তমান।

(৫) কর্মচারী পরিবার রেখে না গেলে, আনুতোষিক তার মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ পাবেন। কোন মনোনয়ন না থাকলে, উপরোক্ত ৮নং ধারায় বর্ণিত পূর্ববর্তিতাক্রমে প্রণীত তালিকার সর্বোচ্চ জীবিত উত্তরাধিকারীকে আনুতোষিক পরিশোধ করতে হবে।

২০.০ অন্যান্য অবসর উত্তর ছুটিকালীন সুবিধাদি ঃ

অবসর উত্তর ছুটিকালীন এক বছর একজন কর্মচারী সম্পূর্ণ গড় বেতন পাবেন। ইহা অবসর উত্তর ছুটি আরম্ভের অব্যবহিত পূর্বে গৃহীত মূলবেতনের ভিত্তিতে হিসেব করা হবে। তবে শর্ত থাকে যে, অনুরুপ ছুটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পাওনা থাকতে হবে। এছাড়া অবসর উত্তর ছুটিতে থাকাকালীন সময়ে উক্ত কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় প্রাপ্ত অন্যান্য সকল সুবিধাদি পাবেন।

২১.০ চাকুরী হতে অপসারণ কিংবা পদচ্যুতির ক্ষেত্রে অবসরভাতা/আনুতোষিক ঃ

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড-এর চাকুরী থেকে অপসারিত কিংবা পদচ্যুত হয়েছেন এমন কর্মচারীকে অবসরভাতা কিংবা আনুতোষিক প্রদান করা যাবে না।

২২.০ অবসরভাতা আটক রাখা এবং হ্রাসকরণ/সমন্বয় সাধন ঃ

যদি কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোম্পানীর কোন দাবী থাকে বা যদি তার চাকুরীগত কোন ঋণ বা দাবী থাকে, যা পরিশোধ করার জন্য কর্তৃপক্ষ কিংবা কোন আদালত উক্ত কর্মচারীকে নির্দেশ প্রদান করে থাকে, তা হলে তার অবসরভাতা কিংবা আনুতোষিক আটক রাখা অথবা হ্রাস/সমন্বয় করা যেতে পারে।

২৩.০ অবসর গ্রহণের পর অন্যত্র পুনঃনিয়োগ ঃ

অবসর গ্রহণের পর অন্যত্র পুন:নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি পেনশন বিধির শর্তাবলী অনুসরণযোগ্য হবে।

২৪.০ অবসর ভাতা তহবিল ঃ

(ক) পেনশন স্কীম চালুর ব্যাপারে সরকার কখনও (বর্তমানে বা ভবিষ্যতে) কোন আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করবে না। কোম্পানী নিজস্ব অর্থ সংস্থানের মাধ্যমে এ স্কীম চালু ও পরিচালনা করবে।

(খ) বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড একটি অবসরভাতা তহবিল গঠন করবে। প্রারম্ভিকভাবে এ তহবিল প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে কোম্পানী প্রদত্ত চাঁদা ও আনুতোষিক খাতে প্রদত্ত তহবিল ও তা হতে লভ্য সুদ দ্বারা গঠন করা যেতে পারে।

(গ) বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড প্রত্যেক মাসে কর্মচারীদের মূল বেতনের ২৬.৭% অর্থ অবসরভাতা তহবিলে জমা প্রদান করবে। প্রতি ৪ (চার) বছর অন্তর অন্তর Actuarial Firm দ্বারা নিরুপিত চাঁদার হার কোম্পানী বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হবে। উহা অবসরভাতাজনিত দাবী নিষ্পত্তির তহবিল গঠনে সহায়ক হবে।

(ঘ) পেনশন তহবিলের টাকা অন্য খাতে খরচ/স্থানান্তর করা যাবে না।

২৫.০ তহবিল ব্যবস্থাপনা ঃ

(ক) অবসরভাতা তহবিল লাভজনক উপায়ে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করার জন্য প্রশাসন কর্তৃক একটি বোর্ড অব ট্রাষ্টি গঠন করা হবে। ট্রাষ্টি বোর্ড অবসরভাতা তহবিল বৃদ্ধি করার জন্য অন্য যে-কোন উৎসের সম্ভাবনা খুঁজে দেখতে পারবেন।

(খ) অবসরভাতা তহবিলের জন্য একটি পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে। অবসরভাতা, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল এবং অংশ প্রদায়ক তহবিল প্রভৃতি তহবিলে সঞ্চিত অর্থসমূহ একত্রে মিশিয়ে ফেলা যাবে না। অর্থাৎ প্রত্যেকটি তহবিলের জন্য পৃথক পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

(গ) যে উদ্দেশ্যে অবসরভাতা তহবিল গঠন করা হয়েছে, তাছাড়া অপর কোন উদ্দেশ্যে উক্ত তহবিল ব্যবহার করা যাবে না।

(ঘ) নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে বোর্ড অব ট্রাষ্টি গঠন করতে হবে ঃ

(১) মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)	-	আহবায়ক
(২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (হিসাব)	-	সদস্য
(৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)	-	সদস্য
(৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক (সংস্থাপন)	-	সদস্য
(৫) সভাপতি, বিজিএফসি অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন	-	সদস্য
(৬) সভাপতি, বিজিএফসি এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন	-	সদস্য
(৭) ব্যবস্থাপক (জেনারেল ফান্ড)	-	সদস্য-সচিব

(ঙ) অবসর ভাতা/আনুতোষিক ভাতা এবং উহার হিসাব রক্ষার দায়িত্ব ট্রাষ্টি পালন করবে।

২৬.০ অবসরভাতা বরাদ্দ ঃ

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড এর হিসাব/অর্থ বিভাগের হিসাবকৃত সনদের ভিত্তিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রকার অবসরভাতা বরাদ্দ করবে।

২৭.০ অবসরভাতা পরিশোধ ঃ

(ক) বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড এর হিসাব/অর্থ বিভাগ কর্তৃক ইস্যুকৃত অবসরভাতা পরিশোধ আদেশের ভিত্তিতে ট্রাষ্টি অবসরভাতা পরিশোধ আদেশে নির্দেশিত উপায়ে ভাতা পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(খ) ট্রাষ্টি অবসরভাতা পরিশোধের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় হিসাব এবং নিবন্ধন রক্ষা করবে।

(গ) অবসরভাতা প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অনুরোধক্রমে কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকের মারফত অবসরভাতা এবং অন্যান্য অবসরজনিত সুবিধাদি পরিশোধ করা হবে।

(ঘ) অবসর পরবর্তী সুবিধাদি প্রদান ও তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী সমন্বয়ে কোম্পানীর প্রশাসন, সংস্থাপন এবং হিসাব/অর্থ বিভাগে পৃথক পৃথক শাখা খোলা হবে।

(ঙ) অবসরভাতার কাগজপত্র জমা দেয়া, বরাদ্দ দেয়া এবং অবসর ভাতা পরিশোধের বিস্তারিত নিয়মাবলী কোম্পানী পৃথকভাবে প্রণয়ন করবে।

২৮.০ অবসরভাতা কাগজপত্র প্রস্তুতকরণ ঃ

(ক) অবসর উত্তর ছুটিতে যাওয়ার আগে কর্মচারী স্বয়ং অবসরভাতা কাগজপত্রাদির তিন কপি করে উঠাবেন এবং নিম্নলিখিত দলিলপত্রসহ মহাব্যবস্থাপক(প্রশাসন) এর কাছে জমা দিবেন ঃ

(১) তিন কপি পাসপোর্ট আকারের আলোকচিত্র (যথাযথভাবে সত্যায়িত)।
(২) নমুনা স্বাক্ষর (যথাযথভাবে সত্যায়িত)।
(৩) বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর ছাপ (যথাযথভাবে সত্যায়িত)।
(৪) কোন চাহিদা নেই এ মর্মে সনদপত্র।
(৫) চাকুরীর কড়চা বই/বিবৃতি/চাকুরীর ইতিহাস।
(৬) এল,পি,সি (সর্বশেষ প্রাপ্ত বেতনাদির সনদপত্র)।
(৭) কর্মচারী নিজে অবসরভাতা উঠাতে অসমর্থ হলে উহা উঠানোর জন্য কাউকে ক্ষমতা অর্পণ।
(৮) যে ব্যাংকের মাধ্যমে অবসরভাতা গ্রহণে ইচ্ছুক, সে ব্যাংকের নাম, হিসাব নম্বর ও ঠিকানা।

(খ) কর্মচারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত কর্মচারীর উত্তরাধিকারীগণ নিম্নলিখিত দলিলসহ তিন কপি অবসরভাতা সংক্রান্ত কাগজপত্র জমা দিবেন ঃ

(১) মহাব্যবস্থাপক(প্রশাসন) বরাবর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভা চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার এর নিকট হতে প্রাপ্ত একটি সনদপত্র, যাতে মৃত কর্মচারীর উত্তরাধিকারীদের নাম, মৃত কর্মচারীর সাথে তাদের সম্পর্ক, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা প্রভৃতির বিবরণ থাকবে।

(২) স্ত্রী/অন্যান্য মহিলা উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক এ মর্মে প্রদত্ত সনদপত্র যে, কর্মচারী পুনরায় বিবাহ করেননি। উক্ত সনদপত্র ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভা চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক যথাযথভাবে প্রতি স্বাক্ষরিত হতে হবে।

(৩) উত্তরাধিকারীগণের আলোকচিত্র (সত্যায়িত অবস্থায় তিন কপি করে)।

(৪) যে কোন স্বীকৃত/অনুমোদিত ডাক্তার/হাসপাতাল/উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্প/কোম্পানীর চিকিৎসা কেন্দ্র হতে মৃত্যুর সনদপত্র।

(গ) অবসরভাতা সংক্রান্ত সম্পূর্ণ কাগজপত্র, চাকুরী কড়চা বই/চাকুরীর ইতিহাস/প্রশাসন/সংস্থাপন বিভাগের বিবৃতি ইত্যাদির ভিত্তিতে পরীক্ষিত হওয়ার পর অবসরভাতা বরাদ্দ করার জন্য হিসাব/অর্থ বিভাগের মাধ্যমে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের জন্য জমা দেয়া হবে।

(ঘ) অবসরভাতা বরাদ্দ করার পর হিসাব/অর্থ বিভাগ কর্তৃক অবসরভাতা প্রদান আদেশ (পি-পি-ও) ইস্যু করে এ উদ্দেশ্যে গঠিত ট্রাষ্টের নিকট জমা দিবেন।

(ঙ) অনিবার্য কোন কারণে যদি স্বাভাবিক নিয়মে অবসরভাতা এবং আনুতোষিক চূড়ান্ত হিসাব সাব্যস্ত এবং বরাদ্দ করা না যায়, তা হলে বরাদ্দকারী কর্তৃপক্ষ সর্বশেষ গৃহীত বেতন এবং যোগ্যতা অর্জনকারী চাকুরীর ভিত্তিতে অবসরভাতা এবং আনুতোষিক অস্থায়ী ভিত্তিতে বরাদ্দ করবেন এবং এ ক্ষেত্রে অস্থায়ী পি পি ও (অবসরভাতা প্রদান আদেশ) ইস্যু করতে হবে।

যাতে অবসর গ্রহণকারী কর্মচারী অবসর গ্রহণের এক মাসের মধ্যে অবসরভাতা এবং আনুতোষিক পেতে পারেন। অবসর গ্রহণকারীকে অবশ্যই এ মর্মে মুচলেকা দিতে হবে যে, অস্থায়ী পিপিও (অবসরভাতা প্রদান আদেশ) সংশোধনে তার কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না, অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করে থাকলে তা ফেরত দিবেন এবং তার কাছে কোন পাওনা থাকলে তাও ফেরত দিবেন।

২৯.০ সাধারণ ভবিষ্য তহবিল ঃ

(ক) যারা প্রচলিত অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক ভাতার সুবিধাদি গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তারা ব্যতিরেকে এ বিধিমালা কোম্পানী বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের সময় কোম্পানীর যে সকল কর্মচারী বেতন ভোগী চাকুরীরত ছিলেন এবং যে সকল কর্মচারী বিধিমালা অনুমোদনের পর নিয়োগ পেয়েছেন, তাদের দুই বছর চাকুরী সম্পূর্ণ হওয়ার পর সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে আবশ্যিকভাবে চাঁদা প্রদান করতে হবে। দুই বছর হওয়ার পূর্বে একজন কর্মচারী ঐচ্ছিকভাবে নিয়োগের তারিখ হতে তহবিলে চাঁদা প্রদান করতে পারবেন।

(খ) মনোনয়ন দাখিলের নিয়ম, চাঁদার সর্বনিম্ন হার, চাঁদার শর্তাবলী, চাঁদা আদায়, জমাকৃত অর্থের উপর সুদ, তহবিল হতে আগাম প্রদানের নিয়ম, তহবিল হতে গৃহীত আগাম আদায়, বীমার চাঁদা পরিশোধ, তহবিলে সঞ্চিত অর্থ চূড়ান্তভাবে উঠিয়ে নেয়া ইত্যাদি বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের বিজ্ঞপ্তি নং-এস(আর-১১) (৫)/৭৯/২৮ তারিখ ১৯৭৯ সালের ৮ই আগস্ট এবং পরবর্তীকালে অর্থ বিভাগের সংশোধনী স্মারক নং-এমএফ(এফও)/আর-১১/পি-এফ-৫/৮৫/১৫১ তারিখ: ১০-৮-১৯৮৫ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

(গ) সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে প্রদেয় চাঁদা কর্মচারীদের মাসিক বেতন হতে আদায় করা হবে। সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালে কর্মচারীদের নিকট হতে চাঁদা আদায় করা হবে না। চাঁদার কোন সর্ব্বোচ্চ সীমা থাকবে না। তবে, বর্তমানে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে প্রদেয় মাসিক চাঁদার সর্বনিম্ন হার নিম্নরূপ ঃ

(১) টাকা ৬০০.০০ পর্যন্ত মাসিক বেতনের ২%

(২) টাকা ৬০১.০০ হতে টাকা ১,০০০.০০ মাসিক বেতনের ৪%

(৩) টাকা ১০০১.০০ হতে টাকা ১,৫০০.০০ মাসিক বেতনের ৬%

(৪) টাকা ১,৫০১.০০ হতে টাকা ৪,০০০.০০ মাসিক বেতনের ৮%

(৫) টাকা ৪,০০০.০০ এর উপর মাসিক বেতনের ১০%। উপরোক্ত হার সরকার কর্তৃক পরিবর্তন করা হলে সে অনুযায়ী হুবহু কার্যকর বলে গণ্য হবে।

(ঙ) অবসর ভোগীদের পৃথক হিসাব, নিবন্ধন বহি, স্বতন্ত্র লেজার হিসাব প্রভৃতি কোম্পানীর হিসাব/অর্থ বিভাগ সংরক্ষণ করবে।

(চ) বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড এর তহবিলের হিসাব যে সকল ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হয় অবসরভাতা তহবিলের হিসাব সে সকল ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হবে। তবে এ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মুনাফা প্রদানকারী ব্যাংককে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(ছ) তহবিলের সঞ্চিত অর্থ অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

৩০.০ পারিবারিক অবসরভাতা ঃ—

(ক) **উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ঃ**

(১) এই বিধিমালার ৭নং ধারার ব্যাখ্যা অনুসারে মৃত কর্মচারীর পরিবারকে মূল অবসরভাতা অনুদান দেয়া হবে। মৃত কর্মচারী যদি কোন পরিবার রেখে না যান, তবে তার মনোনয়নকৃত ব্যক্তিকে অবসরভাতা দেয়া হবে। যদি কোন মনোনয়ন না থাকে তা হলে এই বিধিমালার ৮নং ধারার তালিকার উপরের দিকের জীবিত পোষ্যগণ অবসরভাতা পাবেন।

(২) কর্মচারী যদি অবসরভাতা ভোগরত অবস্থায় কিন্তু অবসর গ্রহণের পর ১৫ (পনের) বছর অতিবাহিত হওয়ার আগেই মারা যান, তা হলে তার পরিবার/পোষ্যগণ হ্রাসকৃত অবসরভাতার ৫০ শতাংশ পাওয়ার যোগ্য হবেন এবং কর্মচারী অবসর গ্রহণের তারিখ হতে ১৫ বছরের ভেতর যে সময়কাল অবসরভাতা লাভ করেছেন তার অবশিষ্ট সময়কাল এবং সর্বশেষ গৃহীত অবসরভাতা পরিবার/ পোষ্যগণ পাবেন।

(৩) পারিবারিক পেনশনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চাকুরে চাকুরীতে থাকা অবস্থায় পরবর্তী যেকোন সময়ে তার পরিবারের যে কোন এক বা একাধিক সদস্যকে তার পারিবারিক পেনশনের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতে পারবেন। মনোনয়নের অবর্তমানে এবং মৃত পেনশনারের স্ত্রী/অথবা পরিবারের কোন সদস্য না থাকলে পারিবারিক পেনশন ও আনুতোষিক প্রদানের ক্ষেত্রে তার সর্বশেষ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ উত্তরাধিকারী নির্ণয় করবেন। মৃত পেনশনারের স্ত্রী পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি এ মর্মে স্থানীয় পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে ওয়ার্ড কমিশনারের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সর্বশেষ নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার প্রদত্ত সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য হবে। কোর্ট হতে সাকসেশন সার্টিফিকেট প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

(খ) **পুত্র সন্তানের বয়সসীমা ঃ**

পারিবারিক পেনশনের ক্ষেত্রে পুত্র সন্তানের বয়সসীমা সর্বোচ্চ ২৫ বছর (যা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্তনযোগ্য)। প্রচলিত বিধানের যে সকল ক্ষেত্রে সন্তানের কোন বয়সসীমা বর্তমানে উল্লেখ নেই, সে সকল ক্ষেত্রে বয়স নির্বিশেষে সকল পুত্র সন্তান পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হবেন।

(গ) **অবিবাহিত/বিধবা/তালাকপ্রাপ্ত কন্যার বয়সসীমা ঃ**

পেনশনারদের অবসর গ্রহণের তারিখ হতে মোট ১৫ বছর মেয়াদকাল পূর্তির কোন সময়কাল অবশিষ্ট থাকলে অবশিষ্ট সময়কালের জন্য অবিবাহিত/বিধবা/তালাকপ্রাপ্ত কন্যার বয়স নির্বিশেষে ১৫ বছর মেয়াদকালের অবশিষ্ট সময়কাল পূর্তি পর্যন্ত পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হবেন।

(ঘ) **প্রতিবন্ধী সন্তান ঃ**

প্রতিবন্ধীতার কারণে উপার্জনে অক্ষম সন্তান আজীবন পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হবেন। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ প্রতিবন্ধী সন্তানের প্রতিবন্ধীতার স্বপক্ষে প্রাপ্ত ডাক্তারী সনদপত্র প্রতিস্বাক্ষর করে পেনশন পেপারের সাথে জমা দিবেন।

(ঙ) **বিধবা স্ত্রীর ক্ষেত্রে ঃ**

বিধবা স্ত্রী পুনর্বিবাহ না করলে আজীবন পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হবেন। তবে তারা পেনশন সমর্পণ করতে পারবেন না।

(চ) **অবসর গ্রহণের পরে মৃত্যুর ক্ষেত্রে পারিবারিক পেনশনের হার ঃ**

একজন চাকুরে অবসর গ্রহণের পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার যে হারে পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হতেন, অবসর গ্রহণের পর মৃত্যুবরণ করলে একই হারে তার পরিবার/মনোনীত ব্যক্তি পারিবারিক পেনশন প্রাপ্য হবেন।

ছ) **আত্মহত্যার ক্ষেত্রে ঃ**

আত্মহত্যার কারণে মৃত চাকুরের পরিবার অথবা তার মনোনীত (যদি থাকে) ব্যক্তিকে স্বাভাবিক মৃত্যুর ন্যায় প্রচলিত বিধি অনুযায়ী পারিবারিক পেনশন ও আনুতোষিক প্রদান করা হবে।

৩১.০ পেনশন সমর্পণ ঃ

বর্তমানে একজন চাকুরে তার গ্রস পেনশনের শতকরা ৫০ ভাগ সমর্পণ করে এককালীন আনুতোষিক প্রাপ্য হন। একজন চাকুরে ইচ্ছা প্রকাশ করলে অবশিষ্ট গ্রস পেনশনের ৫০ ভাগও একবারে সমর্পণ করে উহার পরিবর্তে প্রচলিত বিনিময় হারের অর্ধেক হারে আনুতোষিক গ্রহণ করতে পারবেন। উক্ত অবশিষ্ট ৫০ ভাগ গ্রস পেনশন একবার সমর্পণের বিষয়টি পেনশনের প্রথম আবেদনপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। পরবর্তী সময়ে বা খণ্ড খণ্ড ভাবে সমর্পণের কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩২.০ কয়েকটি সাধারণ বিধি ঃ

(ক) কর্মচারীর ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ প্রত্যেক অবসরভাতা প্রদানের ব্যাপারে উহার শর্ত হিসেবে কাজ করবে।

(খ) এ বিধিমালার অধীনে অবসরভাতার সম্পূর্ণ বা কোন অংশ আটক রাখা কিংবা প্রত্যাহার করার প্রশ্নে কোম্পানীর সিদ্ধান্ত সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(গ) অবসরভাতা এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিল সম্পর্কিত সরকারি বিধিমালা পরিবর্তিত হলে তা কোম্পানী কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই ঐ পরিবর্তনের দরুন কোম্পানীর বিধিমালাও পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

(ঘ) অবসরভাতা এবং সাধারণ ভবিষ্য বরাদ্দ ও বিতরণ সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে যেখানে এ বিধিমালার কোন বিধান রাখা হয়নি, সেখানে সরকারি অবসরভাতা বিধি এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধি কোম্পানীর কর্মচারীদের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

৩৩.০ ইচ্ছা জ্ঞাপন ঃ

(ক) এ বিধিমালা সরকার কর্তৃক অনুমোদনের সময় যে সকল কর্মচারী কোম্পানীর নিয়মিত বেতনভোগী তারা এ বিধিমালার অধীনে অবসর সুবিধাদি গ্রহণ করবেন, নাকি সাধারণ ভবিষ্য তহবিল গ্রহণ করবেন, নাকি প্রচলিত বিধি অনুসারে আনুতোষিক ভাতা এবং প্রদেয়

অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল ভাতা গ্রহণ করবেন, সে সম্পর্কে নিজস্ব ইচ্ছা জ্ঞাপন করতে পারবে। অভিপ্রায় বা ইচ্ছা লিখিতভাবে জ্ঞাপন করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষ অনুরূপ ইচ্ছা জ্ঞাপন ছক ইস্যুর তিন মাসের মধ্যে কোম্পানী কর্তৃপক্ষের নিকট সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে তার ইচ্ছা জ্ঞাপন করতে হবে। উক্ত সময়ে যদি কোন কর্মচারী ছুটিতে থাকেন কিংবা বাংলাদেশের বাইরে থাকেন, তা হলে তিনি ছুটি হতে ফিরে আসা কিংবা বিদেশ হতে ফিরে আসার তিন মাসের মধ্যে স্বীয় ইচ্ছা কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করতে পারবেন।

(খ) যে কর্মচারী উপরিউক্ত 'ক' উপ-ধারায় নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে স্বীয় ইচ্ছা জ্ঞাপন করবেন না, তার ক্ষেত্রে ধরা হবে যে, তিনি এ বিধিমালা অনুসারে অবসরভাতা সুবিধাদি এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধাদি গ্রহণ করবেন না।

(গ) একবার কর্তৃপক্ষকে ইচ্ছা জ্ঞাপন করা হলে তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(ঘ) কোম্পানীতে পেনশন সুবিধা প্রবর্তনের পর যারা কর্মে নিয়োজিত হবেন তাদের ক্ষেত্রে পেনশন সুবিধা স্বয়ংক্রিয় ভাবে প্রযোজ্য হবে।

৩৪.০ বিধিমালা সংশোধন ঃ

এ বিধিমালার সংশোধন, পরিবর্তন, সংযোজন কোম্পানী বোর্ডের অনুমোদনক্রমে করা যেতে পারে, যদি উহা সরকারি অবসরভাতা বিধিমালার সাথে সংগতিহীন না হয়। যদি কোন সংশোধন, পরিবর্তন, সংযোজন সরকারি অবসরভাতা বিধিমালার এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালার সাথে সংগিতপূর্ণ না হয়, তবে উহা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

৩৫.০ সরকার কর্তৃক পেনশন সুবিধা পরিবর্তন/পরিবর্ধন ঃ

সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে কোন সুযোগ সুবিধা বা নিয়মের পরিবর্তন/পরিবর্ধন/রহিতকরণ/ সংশোধন/ সংযোজন করা হলে তা হুবহু এ বিধিমালার অন্তর্ভূক্ত হিসেবে গণ্য হবে।

৩৬.০ রহিতকরণ এবং সঞ্চয় ঃ

(ক) বর্তমানে প্রচলিত বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড-এর আনুতোষিক বিধিমালা এবং বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড-এর কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ অর্থাৎ ১৮.০৯.২০১৩ তারিখ হতে রহিত হলো।

(খ) যে সকল কর্মচারী প্রচলিত অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক সুবিধাদি লাভের পক্ষে ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে উক্ত রহিতাদেশ কার্যকরী হবে না।

বোর্ডের আদেশক্রমে

মোঃ নুরুল আবছার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড ।

সংলগ্নী 'ক'

অবসরভাতা/আনুতোষিকের জন্য মনোনয়ন

মনোনীত ব্যক্তি/ ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা	কর্মচারীর সাথে সম্পর্ক	বয়স	অবসরভাতা/ আনুতোষিক কাকে কত অংশ পরিশোধযোগ্য	সম্ভাব্য যে সব ক্ষেত্রে প্রদত্ত মনোনয়ন অসিদ্ধ হবে	কোম্পানীর কর্মচারীর মৃত্যুর পূর্বে যদি তার মনোনীত ব্যক্তি মারা যান, সে ক্ষেত্রে মনোনীত ব্যক্তি কর্তৃক কর্তৃত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও সম্পর্ক (যদি থাকে)

স্বাক্ষীদের স্বাক্ষর (নাম ও পদবীসহ)

০১। .....

০২। .....

কর্মচারীর স্বাক্ষর .....

নাম .....

পদবী ও পি.এফ .....

বিভাগ/শাখা .....

বেতনক্রম ----------

প্রতি স্বাক্ষর বিভাগ/শাখা প্রধান

সংলগ্নী 'খ'

পূর্ববর্তী চাকুরী গণনার ছক ঃ

অংশ-১

১. কর্মচারীর নাম ও পদ.....
২. বেতনক্রম.....
৩. কোম্পানীতে যোগদানের তারিখ.....
৪. জন্ম তারিখ.....

অংশ-২

১. পূর্ববর্তী অফিস/বিভাগ নাম ও ঠিকানা.....
২. বিভাগের মর্যাদা.....
৩. পদ ও বেতনক্রম.....

স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী

ক) .....
খ) .....
গ) .....
ঘ) .....

৪. গৃহীত বেতন ও ভাতা ঃ সময়কাল বেতন অন্যান্য ভাতা

ক) .....
খ) .....
গ) .....
ঘ) .....

২. সর্বমোট যোগ্যতা অর্জনকারী চাকুরী ঃ
বৎসর.....মাস.....দিন.....

৩. গৃহীত আর্থিক সুবিধাদি ঃ

ক) অবসরভাতা ঃ সময়কাল.....মাসিক হার.....মোট পরিমাণ.....

খ) আনুতোষিক ঃ সময়কাল..... মোট পরিমাণ.....

৪. ক) ভবিষ্যৎ অবসরভাতা/আনুতোষিকের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পূর্বতন চাকুরীর কাল গণনায় ইচ্ছুক হলেঃ হ্যাঁ/না।

খ) অবসরভাতার চাঁদা ও গৃহীত আনুতোষিকের অর্থ জমা দিতে প্রস্তুত কি-না এবং অবসরভাতা গ্রহণ স্থগিতকরণে সম্মত কি-না ঃ হ্যাঁ/না।

কর্মচারীর স্বাক্ষর

তারিখঃ.....

অংশ-৩

(পূর্ববর্তী দপ্তর কর্তৃক পূরণ করতে হবে)

৪. প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব .....
পূর্ববর্তী (পদ) .....
কর্তৃক অংশ-২ এর ক্রমিক নং-১ থেকে ৬-এর মধ্যে পরিবেষ্টিত তথ্যাদি ও বিবৃতি তার ব্যক্তিগত নথি ও সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে এবং উহা সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। এ সংস্থায় তিনি মোট.....বৎসর.....মাস.....দিন অব্যাহতভাবে কাজ করেছেন এবং তাতে কোন প্রকার বিরতি পড়েনি।

দপ্তর প্রধানের স্বাক্ষর
(অফিস সীল মোহরসহ)

তারিখ ঃ.....

৫. প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব .....
পূর্ববর্তী(পদ) .....
কর্তৃক পরিবেশিত বিবৃতি সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রাদির সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে এবং উহা সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। উপরোক্ত দপ্তর/সংস্থায় তার মোট.....বৎসর.....মাস..... দিনের চাকুরী ভবিষ্যৎ অবসর- ভাতা/আনুতোষিকের জন্য গণনা করা যেতে পারে।

নিরীক্ষা কর্মকর্তার স্বাক্ষর

তারিখ ঃ.....

অংশ-৪

(কোম্পানী কর্তৃক পূরণ করতে হবে)

৮ জনাব.....পদ.....
এর.....হতে.....পর্যন্ত চাকুরী নিম্নলিখিত শর্তে ভবিষ্যৎ অবসরভাতা/আনুতোষিকের জন্য কোম্পানীর চাকুরীর সাথে গণনার জন্য গ্রহণ করা হলঃ

ক) নিম্নোক্ত পরিমাণ অর্থ কোম্পানীর অনুকূলে.....সমান কিস্তিতে.....তারিখ হতে জমা দিতে হবে ঃ

১. ছুটির বেতন	টাকা.....
২. অবসরভাতার চাঁদা	টাকা.....
৩. আনুতোষিক	টাকা.....
৪. অন্য কোন আদেশ	

স্বাক্ষর

পদবী ঃ .....
তারিখ ঃ.....

পেনশন পেপারস

(নিয়মাবলী)

০১. অবসর গ্রহণের সময় প্রত্যেক কর্মচারীকে তার তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো (বিভাগীয়/অফিস প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত) কোম্পানীর উপ-মহাব্যবস্থাপক(প্রশাসন/সংস্থাপন) এর নিকট দাখিল করতে হবে। এই তিন কপি পেনশন পেপারের সংগে হিসাব/অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে।

০২. অবসর গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট পেনশনার তার প্রদত্ত ''অপশন'' অনুযায়ী বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের যে-কোন শাখা/অফিস এর মাধ্যমে কোম্পানীর বিধান/নিয়মানুযায়ী তার পেনশনের টাকা তুলতে পারবেন।

বিঃ দ্রঃ

এখানে উল্লেখ্য যে, যদি পেনশনার মৃত্যুবরণ করেন তবে, তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেনশনার-এর নমিনী/ উত্তরাধিকারী কর্তৃক অনতিবিলম্বে উপ-মহাব্যবস্থাপক(হিসাব)-কে জানাতে হবে। পরবর্তী সময়ে বিধান অনুযায়ী পেনশনারের নমিনী/উত্তরাধিকারীকে পারিবারিক পেনশনের টাকা পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য নমিনীকে/উত্তরাধিকারীকে তার তিন কপি ফটো সংশ্লিষ্ট বিভাগ/অফিস প্রধান অথবা ১ম শ্রেণীর সরকারি গেজেটেড অফিসার দ্বারা সত্যায়িত করে দরখাস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য উপ-মহাব্যবস্থাপক(প্রশাসন/সংস্থাপন) অফিসে দাখিল করতে হবে। পেনশনারকে মাসিক পেনশন ভাতা ইত্যাদি তুলবার জন্য তার পরিচয় ও পেনশন বই প্রতি কিস্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপস্থাপন করতে হবে।

০৩. প্রত্যেক কর্মচারীকে তার অবসর গ্রহণের সময় কোম্পানীর নিকট নির্ধারিত ''ফরম-১'' এর নির্ধারিত ঘোষণা/অংগীকার প্রদানপূর্বক ফরমটি যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

পেনশন ফরম-১

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

(আবেদনকারী নিজে পূরণ ও দস্তখত করবেন) অবসরভাতা এবং/অথবা আনুতোষিকের দরখাস্ত

প্রথম খন্ড

সমীপে
উপ-মহাব্যবস্থাপক(প্রশাসন/সংস্থাপন)*
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, বিরাসার
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

জনাব,

আমি/আমার.....তারিখ হতে কোম্পানীর চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেছি/অবসর গ্রহণ করার অনুমতি পেয়েছি/ অবসরগ্রহণ করার যোগ্য হবো/ মুত্যবরণ করেছেন। অতএব, আমি অনুরোধ করছি যে, কোম্পানীর আইন মোতাবেক আমার পারিবারিক অবসরভাতা এবং/অথবা আনুতোষিক মঞ্জুর করতে আপনার সদয় আজ্ঞা হয়।

০১. আমি ঘোষণা করছি যে, কোম্পানীর বাহিরে কোন প্রতিষ্ঠানের চাকুরীকালের জন্য আমি পূর্বে অবসরভাতা এবং /অথবা আনুতোষিক পাইনি/পেয়েছি (যার যথার্থ বিবরণ দলিল-পত্রাদিসহ এতদসংগে দাখিল করলাম)। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, আমি কোম্পানীর চাকুরীর জন্য কোম্পানীর প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল গ্রহণ করি নিই।

০২. আমি এতদ্বারা অংগীকার করছি যে, অবসরভাতা এবং/অথবা আনুতোষিক যা আমাকে মঞ্জুর করা হয়েছে তা পরবর্তীকালে বিধানমতে অতিরিক্ত বলে গণ্য হলে অতিরিক্ত টাকা ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবো।

০৩. আমি আমার অবসর ভাতা/পারিবারিক পেনশন.....ব্যাংক এর .....শাখা/অফিসের মাধ্যমে পেতে চাই।

০৪. নিম্নবর্ণিত দলিলপত্রাদি যথাযথভাবে সত্যায়িত করে এতদসংগে সংযুক্ত করে দিলাম ঃ

ক) নমুনা স্বাক্ষর	- ৩(তিন)কপি (প্রতি কপিতে ৩টি আলাদা স্বাক্ষর থাকবে)
খ) ফটোগ্রাফ	- ৩(তিন) কপি
গ) বাম হাতের পাঁচ আংগুলের ছাপ	- ২(দুই) কপি
ঘ) না দাবীর সার্টিফিকেট	- ২(দুই) কপি
ঙ) উত্তরাধিকারী সার্টিফিকেট	- ২(দুই) কপি
চ) বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের সার্টিফিকেট	- ২(দুই) কপি
ছ) জাতীয়তা সার্টিফিকেট	- ২(দুই) কপি।

আপনার বিশ্বস্ত,

দস্তখত ঃ
পূর্ণ নাম ঃ
পদবী ঃ
(চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের সময়ের পদবী, বিভাগ এবং কোম্পানীর নাম)

(প্রয়োজনবিহীন বিকল্পগুলো কেটে দিতে হবে)

স্থায়ী ঠিকানা ঃ
গ্রামঃ ডাকঘর ঃ
থানা/উপজেলাঃ জেলা ঃ

* উপ-মহাব্যবস্থাপক এবং তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

দ্বিতীয় খণ্ড

কোম্পানীর উপ-মহাব্যবস্থাপক(প্রশাসন/সংস্থাপন) পূরণ করবেন

০১.	নাম	ঃ		
০২.	পিতার নাম	ঃ		
০৩.	জাতীয়তা	ঃ		
০৪.	স্থায়ী ঠিকানা	ঃ	গ্রাম	ঃ
			ডাকঘর	ঃ
			থানা/উপজেলা	ঃ
			জেলা	ঃ
০৫.	সনাক্তকরণ চিহ্ন	ঃ		
০৬.	জন্ম তারিখ	ঃ		
০৭.	চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ	ঃ		
০৮.	চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের স্বাভাবিক তারিখ	ঃ		

প্রথম অংশ

কোম্পানীর উপ-মহাব্যবস্থাপক(প্রশাসন/সংস্থাপন) পূরণ করবেন

০১.	নাম	ঃ
০২.	পিতার নাম	ঃ
০৩.	জাতীয়তা	ঃ
০৪.	ডাক ঠিকানা	ঃ
০৫.	সনাক্তকরণ চিহ্ন	ঃ
০৬.	জন্ম তারিখ	ঃ
০৭.	চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ	ঃ
০৮.	চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের স্বাভাবিক তারিখ	ঃ
০৯.	মৃত্যুর তারিখ	ঃ
১০.	মোট চাকুরীর মেয়াদ	ঃ
১১.	চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের পূর্বদিনের মাসিক মূলবেতন	ঃ
১২.	মাসিক পেনশনের সমর্পিত অংশের হার	ঃ
১৩.	কিভাবে পেনশন পেতে ইচ্ছুক	ঃ
১৪.	কোন তারিখ হতে পেনশন শুরু হবে	ঃ

দ্বিতীয় অংশ

পেনশনযোগ্য চাকুরীকালের হিসাব.....হতে.....পর্যন্ত মোট সময়কাল ঃ.....

০১. মোট চাকুরীকাল (নিম্নের ২নং আইটেমের অযোগ্য চাকুরীসহ)..... বৎসর.....মাস.....দিন।

০২. অযোগ্য চাকুরীকাল ঃ

ক) ১৮ বছর বয়সের নীচের চাকুরীকাল.....

খ) বিনা বেতনের অসাধারণ ছুটি.....

গ) সাময়িক বরখাস্তকাল যাহা চাকুরীর দায়িত্ব পালন অথবা ছুটি হিসেবে গ্রহণযোগ্য নহে.....

ঘ) চাকুরীর মধ্যবর্তী বিরতি সময়কাল.....।

ঙ) চাকুরীর মধ্যবর্তী বিরতিকালের পূর্বের চাকুরীর কাল যদি উক্ত বিরতি প্রমার্জিত (.....)

চ) ইস্তফাহেতু চাকুরীর যে সময়কাল বাজেয়াপ্ত হলো.....।

ছ) অননুমোদিত অনুপস্থিত.....

মোট অযোগ্য চাকুরীকাল ঃ.....

নীট পেনশনযোগ্য চাকুরীকাল ঃ.....
(১নং আইটেম ও ২নং আইটেম)

০৩. নীট পেনশনের যোগ্য চাকুরীকাল
এবং এতদসংগে সংযোগযোগ্য ঃ.....বৎসর..... মাস.....দিন

ক) প্রমার্জিত (.....) চাকুরীকাল ঃ

খ) অন্যান্য যোগ্যতাসম্পন্ন চাকুরীকাল ঃ

সর্বমোট পেনশনের যোগ্য চাকুরীকাল ঃ

তৃতীয় খণ্ড

ব্যবস্থাপক (জেনারেল ফান্ড) পূরণ করবেন

০১.	চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের পূর্ব দিনের মাসিক মূল বেতন	টাঃ	
০২.	সর্বমোট পেনশনযোগ্য চাকুরীকালের ধার্য্যকৃত মাসিক মোট পেনশন	টাঃ	প্রতি মাসে
	ক) প্রথম এক অর্ধাংশ হারে সমর্পিত মাসিক পেনশনের অংশ	টাঃ	প্রতি মাসে
	খ) ধার্য্যকৃত নীট (সমর্পিত অংশ বাদে) মাসিক পেনশন-		
০৩.	৫০% হারে সমর্পিত পেনশনের জন্য এককালীন দেয় টাকা		
	.....হারে.....	টাকায়	
	মোট এককালীন প্রাপ্য	টাকা.....	
০৪.	পেনশনের সমর্পিত অংশ বাদে মাসিক দেয় পেনশন-		
০৫.	যে তারিখ হতে পেনশন প্রাপ্য হবেন-		
০৬.	অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর মৃত্যুতে পেনশন প্রাপকের নাম (মনোনয়ন পত্র অনুযায়ী)		

ব্যবস্থাপক (জেনারেল ফান্ড)
বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়
বিরাসার
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

'বি'

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পেনশন পরিশোধ বিল

পেনশনারের নাম ঃ.....

স্থায়ী ঠিকানা ঃ প্রযত্নে .....

গ্রামঃ.....

ডাকঘরঃ.....

থানা/উপজেলাঃ.....

পেনশন পরিশোধ আদেশ নং..... তারিখঃ.....

দাবীকৃত পেনশনের সময়কাল.....

বিলের দাবীর বিবরণ	মাসিক হার(টাকা)	টাকার পরিমাণ		খাত নম্বর
নীট পেনশন মহার্ঘ ভাতা চিকিৎসা ভাতা গ্র্যাচুইটি অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)				
মোট দাবীঃ				
কর্তনের বিবরণ				
গৃহ নির্মাণ ঋণ বাড়ী ভাড়া বিদ্যুৎ খরচ গ্যাস খরচ অতিরিক্ত বেতনাদি পরিশোধ বিবিধ				
মোট কর্তন (কথায়.....)				
নীট দাবী (.....)				

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত বা আধা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় চাকুরী করার জন্য বিলে উল্লিখিত সময়কালের জন্য কোন বেতন বা পারিতোষিক গ্রহণ করিনি।

পেনশনারের দস্তখত.....

ঠিকানা

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আমি পেনশনারকে দেখেছি এবং তিনি.....তারিখ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

দস্তখত.....

পদবী.....

ঠিকানা .....

তারিখ .....

পেনশনারকে টাকা .....(টাকা.....) পরিশোধ করা হল

ভাউচার নং..... তারিখ.....

ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর.....

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ শাহ্-ই-আলম পাটোয়ারী, ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd